মে ২০১৩

CONNEXION

steering telecom ahead

জাতীয় বাজেট কিভাবে টেলিযোগাযোগ খাতকে রিচার্জ করতে পারে

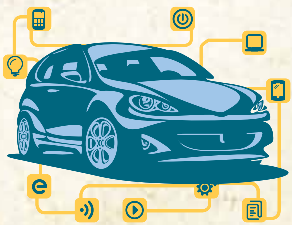

“তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ও সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়ন”

বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস

১৭ মে ২০১৩

AMTOB
Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh

airtel | banglalink | Citycell | grameenphone | রবি | TeleTalk আমাদের ফোন

CONNEXION

এম্‌টব-এর মাসিক নিউজলেটার
বর্ষ ০১, খণ্ড ০২

সূচিপত্র

সম্পাদকের টেবিল থেকে	০১
অভিনন্দন বার্তা	০২
প্রচ্ছদ প্রতিবেদন: জাতীয় বাজেট কিভাবে টেলিযোগাযোগ খাতকে রিচার্জ করতে পারে	০৩
তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ও সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়ন– বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস ২০১৩-এর মূল প্রতিপাদ্য	০৫
সিএসআর কার্যক্রমঃ সিটিসেল: ছড়ায় আশার আলো	০৬
দৃষ্টিকোণ: প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা– বাংলালিংক	০৭
সংখ্যা ও বিশ্লেষণ	০৯
ছবিতে এমটব-এর কার্যক্রম	০৯

সম্পাদনা পরিষদ

আশরাফুল এইচ. চৌধুরী
চীফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার
এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড

জাকিউল ইসলাম
রেগুলেটরি অ্যান্ড লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স সিনিয়র ডাইরেক্টর
বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস্ লিমিটেড
(পূর্বের ওরাসকম টেলিকম বাংলাদেশ লিমিটেড)

মোঃ মাহফুজুর রহমান
চীফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার
প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড (সিটিসেল)

মাহমুদ হোসেন
চীফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার
গ্রামীণফোন লিমিটেড

মাহমুদুর রহমান
এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট, সিআরএল
রবি আজিয়াটা লিমিটেড

কাজী মোঃ গোলাম কুদ্দুস
জিএম, রেগুলেটরি অ্যান্ড কর্পোরেট রিলেশন
টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

টি, আই, এম, নূরুল কবীর
সেক্রেটারি জেনারেল, এমটব

"ConneXion"-এর অনলাইন সংস্করণের জন্য ভিজিট–
www.amtob.org.bd | *মতামত জানান: connexion@amtob.org.bd*

সম্পাদকের টেবিল থেকে

অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে আসন্ন ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জাতীয় বাজেটে সরকারের কার্যকর সহায়তা কামনা করছে টেলিযোগাযোগ খাত। আগামী বছরে তৃতীয় প্রজন্মের প্রযুক্তি (থ্রিজি)-এর মতো নতুন প্রযুক্তি প্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সরকার। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে মোবাইল ফোন অপারেটররা নতুন এবং উদ্ভাবনী অ্যাপ্লিকেশনের পাশাপাশি উচ্চ গতিসম্পন্ন মোবাইল ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের মাধ্যমে ডাটা সেবা প্রদান করতে সক্ষম হবে।

অন্যদিকে, উচ্চ হারে প্রদত্ত সরকারি কর, কঠোর নিয়ন্ত্রণ নীতি এবং তীব্র প্রতিযোগিতা মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের ব্যবসায়ে ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। এর ফলে তাদের অধিকাংশই বছরের পর বছর লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে। যা নতুন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছে। দেশের ছয়টি মোবাইল অপারেটরদের মধ্যে পাঁচটিই এখনও ব্রেক-ইভেন পয়েন্টে পৌঁছাতে পারেনি। এই অপারেটররা তাদের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখতে অত্যধিক পরিমাণে ব্যাংক ঋণ এবং শেয়ারহোল্ডারদের ওপর নির্ভরশীল। অপরদিকে, একটি অপারেটর মুনাফা অর্জন করলেও তার অধিকাংশই নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে বিনিয়োগ করা হচ্ছে এবং শুধুমাত্র ক্ষুদ্র একটি অংশ শেয়ারহোল্ডারদের মাঝে লভ্যাংশ হিসেবে বিতরণ করা হচ্ছে।

মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটররা উচ্চ করভারে জর্জরিত। গ্রাহক বৃদ্ধি থেকে শুরু করে কর্পোরেট কর-সহ ব্যবসার বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের কর দিতে হচ্ছে। অপারেটররা গ্রাহক পর্যায়ের কর ভর্তুকির মাধ্যমে দিয়ে যাচ্ছেন। মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটররা মূল্য সংযোজন কর (মূসক) হিসেবে ২২১.৭৪ টাকা এবং প্রতি সিম ও রিম-এর জন্য সম্পূরক শুল্ক (এসডি) হিসেবে ৩৮৩.৩৬ টাকা প্রদান করছেন। এই মূসক এবং সম্পূরক শুল্ক সমষ্টিগতভাবে সিম কর নামেও পরিচিত। পাশাপাশি তারা 'রেভিনিউ শেয়ার ট্যাক্স'-হিসেবে বিটিআরসি-কে রাজস্বের ৫.৫ শতাংশ এবং সামাজিক বাধ্যতামূলক তহবিল গঠনে ১ শতাংশ প্রদান করে থাকে। বর্তমানে সরকারের মোট রাজস্বের প্রায় ১০ শতাংশই আসছে টেলিযোগাযোগ খাত থেকে ।

আগামী বাজেটে অপারেটরদের এই উদ্বেগ সমাধানের জন্য একটি কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। যাতে তারা ক্রমহ্রাসমান মুনাফা ও তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যে টিকে থাকতে সক্ষম হয়। তাছাড়া, এই খাতকে যদি তথ্যপ্রযুক্তি খাত হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয় তবে টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠানগুলো কর অবকাশ পেতে সক্ষম হবে।

আমরা মনে করি, থ্রিজি প্রযুক্তির অতিরিক্ত লাইসেন্স ফি নির্ধারণের ঝুঁকিকে যথেষ্ট বিশ্লেষণ করা হয়নি। এটি অপারেটরদের থ্রিজি প্রযুক্তি চালু করার ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করতে পারে, যা বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তবায়নের ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক।

অর্থমন্ত্রী আসন্ন বাজেটে টেলিযোগাযোগ খাতে প্রণোদনার জন্য কোন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা দেখার অপেক্ষায় আছে এ খাতসংশ্লিষ্ট দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীরা।

মূসক ও করসংক্রান্ত কিছু বিষয় অবিলম্বে সংশোধন করা উচিৎ। গত বছর জুলাই মাসে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সাথে বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী টুজি মূসক-এর ছাড় সংক্রান্ত সমস্যা আদালতের বাইরে নিষ্পত্তি করতে হবে। এছাড়াও সিম কার্ড কর মওকুফ এবং সিম প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত মামলা আদালতে প্রত্যাহার এই খাতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এটাই শেষ নয়, আমরা আশা করছি যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সিম কর অপারেটরদের ব্যয় অথবা সরকারকে দেয়া কর হিসেবে গণ্য করবেন।

যদি করের আওতা বাড়ানো হয় তাহলে তা কিছু নির্দিষ্ট সংখ্যক করদাতার উপর চাপ কমানোর পাশাপাশি অধিক রাজস্ব আহরণ সম্ভব হবে। অর্থাৎ অধিক সংখ্যক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে করের আওতায় আনা যাবে।

এবারের "ConneXion"-এর সংখ্যাটি আইটিইউ-এর বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস ২০১৩ উদ্‌যাপনের সময় প্রকাশিত হচ্ছে। এ বছরের মূল প্রতিপাদ্য হলো "তথ্য প্রযুক্তি ও সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়ন"। প্রযুক্তি ব্যবহারকারী ব্যক্তি গাড়ি চালানোর সময় প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য কোনোভাবে বিভ্রান্ত হতে পারবেন না, তা সে মোবাইলে কথা বলা কিংবা ক্ষুদে বার্তা পাঠানো অথবা ইন্টারনেট ব্যবহার যা-ই করুন না কেন।

টি, আই, এম, নূরুল কবীর

এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস্ অব বাংলাদেশ (এমটব)-এর পক্ষ থেকে নিয়মিত মাসিক নিউজলেটার "ConneXion" প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি।

আমি বিশ্বাস করি, এই ধরনের মাসিক নিউজলেটার টেলিযোগাযোগ খাত সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানকে আরো সুবিস্তৃত করতে সাহায্য করবে এবং এই খাতের সর্বশেষ প্রযুক্তি ও অগ্রগতি বিষয়ে অবগত করবে। "ConneXion"-এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু সমূহ পাঠকের প্রত্যাশা পূরণ করতে সক্ষম হবে বলে আশা রাখছি।

আমাদের দেশের অর্থনীতিতে মোবাইল ফোন খাতের অবদান ব্যাপক। সর্বোচ্চ প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ আনার পাশাপাশি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশের কয়েক লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের জীবন ও জীবিকার পরিবর্তন এনেছে। শুধু তাই নয়, সরকারের কোষাগারে রাজস্ব প্রদানের ক্ষেত্রেও এই খাতের অবদান উল্লেখযোগ্য।

আমাদের সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'-এর লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে এই খাতের কাজ করার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি এমটব নিউজলেটার "ConneXion" এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

আবুল মাল এ. মুহিত, এমপি
মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়

এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস অব বাংলাদেশ (এমটব)-এর পক্ষ থেকে "ConneXion" শিরোনামে মাসিক নিউজলেটার প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে জেনে আমি ভীষণ আনন্দিত। আশা করি এই নিউজলেটারটিতে টেলিযোগাযোগ ও এর উদ্ভাবনসংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্য সুসংবদ্ধ করা হবে।

দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে টেলিযোগাযোগ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই খাত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার পাশাপাশি জাতীয় কোষাগারে সর্বোচ্চ মূসক ও কর প্রদান করছে। এছাড়াও, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের কয়েক লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে মানুষের জীবন ও জীবিকায় পরিবর্তন আনার মধ্য দিয়ে এই খাত দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাতে পরিণত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, জাতীয় কোষাগারে এই খাত বৃহদাকারে অবদান রাখছে।

আমরা বিশ্বাস করি, এই ধরনের নিউজলেটার স্টেকহোল্ডার ও টেলিযোগাযোগ খাতের মধ্যে মোবাইল ফোন খাতসংক্রান্ত ধারণার যে শূন্যতা রয়েছে তা পূরণ করবে। আমি আরো বিশ্বাস করি, "ডিজিটাল বাংলাদেশ" রূপকল্প বাস্তবায়নে সরকারের পাশাপাশি এই খাতেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে।

আমি এমটব নিউজলেটার "ConneXion" এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মো. গোলাম হোসেন
চেয়ারম্যান জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

এমটব কার্যনির্বাহী পরিষদ

মাইকেল ক্যুনার
চেয়ারম্যান– এমটব এবং
সিইও– রবি আজিয়াটা লিমিটেড

ক্রিস টোবিট
ভাইস চেয়ারম্যান– এমটব এবং
সিইও– এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড

টি, আই, এম, নূরুল কবীর
সেক্রেটারি জেনারেল– এমটব

জিয়াদ শাতারা
সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদ– এমটব এবং
সিইও– বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস্ লিমিটেড
(পূর্বের ওরাসকম টেলিকম বাংলাদেশ লিমিটেড)

মেহবুব চৌধুরী
সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদ– এমটব এবং
সিইও– প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড (সিটিসেল)

বিবেক সুদ
সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদ– এমটব এবং
সিইও– গ্রামীণফোন লিমিটেড

মো. মুজিবুর রহমান
সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদ– এমটব এবং
ব্যবস্থাপনা পরিচালক– টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

এমটব

এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস্ অব বাংলাদেশ (এমটব) দেশের সবগুলো মোবাইল টেলিযোগাযোগ অপারেটরদের নিয়ে গঠিত সংগঠন। বাংলাদেশের মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের মুখপত্র হিসেবে এমটব সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা, নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, নাগরিক সমাজ, প্রযুক্তিগত সংস্থা, গণমাধ্যম এবং অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করছে। সরকারি-বেসরকারি সংলাপের মাধ্যমে মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়নে এ শিল্প খাত এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আলোচনা ও মতবিনিময়ের ক্ষেত্র তৈরি করবে এমটব। বিশ্বমানের একটি মোবাইল টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীভূত সকল সদস্য প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে দেশের ডিজিটাল বিভক্তি নিরসনে মোবাইল টেলিযোগাযোগ সেবা প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাবে এমটব।

জাতীয় বাজেট কিভাবে টেলিযোগাযোগ খাতকে রিচার্জ করতে পারে

বাংলাদেশের গতিশীল টেলিযোগাযোগ খাত একটি প্রশংসনীয় খাত যেমন: বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল টেলিযোগাযোগ বাজার; প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগে সর্ববৃহৎ অবদানকারী; সরকারী রাজস্বের সবচেয়ে বড় উৎস এবং দেশের অন্যতম বৃহৎ কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী হওয়া সত্ত্বেও উপযুক্ত কর ব্যবস্থার অভাবে ব্যাপক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে।

মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাত বিগত পাঁচ বছরে প্রতি বছর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে জিডিপি-এর ২.৫%-এরও বেশি অবদান রেখেছে, পাশাপাশি ১.৫% উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং আরো ১% ইন্ট্যানজিবল বেনিফিট এনে দিয়েছে।

বাজেট প্রণয়নে সরকার নির্দিষ্ট খাতের অবদান বিবেচনা করে সেই খাতকে সাধারণত বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করে থাকে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে, আমরা সরকারের পক্ষ থেকে গতিশীল মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের জন্য এ ধরনের কোন পদক্ষেপ দেখতে পাইনি।

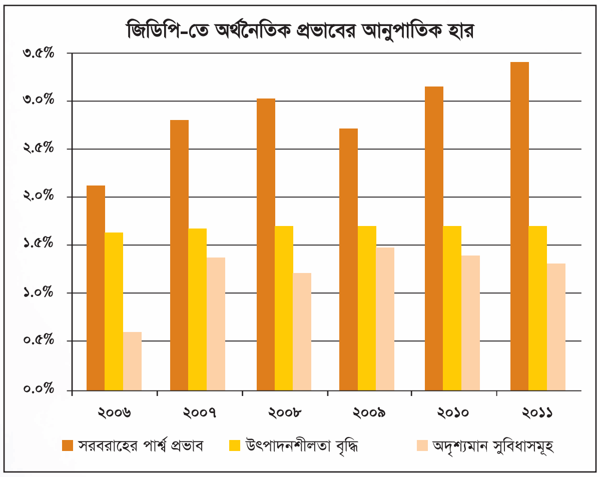

এ প্রক্রিয়ায় দ্রুত হারে মোবাইল ফোন ব্যবহার বৃদ্ধির ইতিবাচক প্রভাব কোটি মানুষের জীবনযাত্রার মানকে করেছে উন্নত। এই অসাধারণ সাফল্যের পরও প্রধানত নিয়ন্ত্রণজনিত অনিশ্চয়তা ও উচ্চহারে ধার্য কর ব্যবস্থার জন্য মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাত দ্রুত তার আকর্ষণ হারাচ্ছে।

মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাত এখনও প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং সরকারি রাজস্বে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখে চলেছে। প্রতি ১০০ মার্কিন ডলার প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগে ৬০ মার্কিন ডলারেরও বেশি বিনিয়োগ মোবাইল অপারেটররা করে থাকে। মোবাইল অপারেটররা এ পর্যন্ত বাংলাদেশে ৫০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে।

এ খাতের বর্তমানে প্রায় ১০ কোটি গ্রাহক রয়েছে এবং এ পর্যন্ত বাংলাদেশের ৯০ শতাংশেরও বেশি ভৌগোলিক এলাকা এবং ৯৯ শতাংশ জনগোষ্ঠীকে মোবাইল যোগাযোগের আওতায় এনেছে। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে এই খাত বাংলাদেশের টেলি-ঘনত্ব ৬৫ শতাংশের বেশিতে পৌঁছতে সাহায্য করেছে যা ১৯৯৭ সালে ছিল ০.৪ শতাংশেরও কম।

টেলিযোগাযোগ খাত এবং বৈরী কর ব্যবস্থা

বিশ্বের অন্যতম সর্বোচ্চ হারে কর ধার্যের পরও মোবাইল গ্রাহক বৃদ্ধির এক অনন্য দৃষ্টান্ত বাংলাদেশ। খাতটি নানাবিধ প্রতিকূলতার মুখেও কার্যকরী ও উদ্ভাবনী ব্যবসায়িক মডেলের জন্য সাফল্য অর্জন করেছে। এ খাত সমাজের বিভিন্ন স্তরে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে।

এই খাত বর্তমানে সরকারের রাজস্ব আয়ের সবচেয়ে আকর্ষণীয় উৎস যা মূলত একতরফা। মোবাইল অপারেটররা এই ক্ষেত্রে সরকারি কোষাগারে কোন প্রকার প্রতিদান ছাড়াই অবদান রেখে যাচ্ছে।

মোবাইল সংযোগ বিক্রি থেকে শুরু করে কর্পোরেট কর, প্রতিটি স্তরেই মোবাইল অপাটেরদের ওপর করারোপ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রতিটি পণ্য ও সেবার ওপর ১৫ শতাংশ মূসক আরোপের পরও অপারেটরদের প্রতিটি নতুন সিম/রিম বিক্রয়ের ওপর সর্বমোট ৬০৫.৫২ টাকা সম্পূরক কর ও মূসক ধার্য করা হয়েছে। এটা নতুন গ্রাহক অর্জনের পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায়, যা প্রবৃদ্ধি এবং নেটওয়ার্ক উন্নয়নে নতুন বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করছে।

আয়কর মূল্যায়নের সময় মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা সিম-এর ওপর ধার্যকৃত কর অপারেটরদের গ্রাহক অর্জনের খরচকে অনুমোদিত করে না। যেহেতু অপারেটর কর্তৃক প্রদত্ত সিম কর (সম্পূরক ও মূসক) শুধুমাত্র ব্যবসার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তাই যখন আয়কর হিসেব করা হয় তখন এটাকে খরচ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

২০১১ সালে বাংলাদেশে মোবাইল মালিকানার মোট খরচের ২১ শতাংশই মোবাইল ফোন কর। বিগত ৫ বছরে দাম কমে যাবার দরুন তা ১৮.৮ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যায়, যা আঞ্চলিক গড় ১২.৮১ শতাংশের চেয়ে বেশ খানিকটা বেশি। গ্রাহক পর্যায়ের কর-এ প্রায়ই মোবাইল অপারেটররা ভর্তুকি দিয়ে থাকে। পাশাপাশি তারা "রেভিনিউ শেয়ার ট্যাক্স" হিসেবে বিটিআরসি-কে রাজস্বের ৫.৫ শতাংশ এবং সামাজিক বাদ্ধতামূলক তহবিল গঠনে ১ শতাংশ দিয়ে থাকে।

টেলিযোগাযোগ খাত লাইসেন্স নবায়ন ও স্পেকট্রাম বরাদ্দকরণ ফি হিসেবে একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ দিচ্ছে। ১৯৮৪ সালের আয়কর অধ্যাদেশে এ ধরনের ব্যয় সম্পর্কে পরিষ্কার করে কিছু বলা নেই। সেইসাথে আয়কর আইনেও অবচয়ের ক্ষেত্রে কোন পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা নেই। আয়কর অধ্যাদেশের তৃতীয় তফসিলে শুধুমাত্র দৃশ্যমান সম্পদের সুনির্দিষ্ট হার ও শ্রেণীর উল্লেখ আছে কিন্তু অবচয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছুর উল্লেখ নেই।

ইতোমধ্যে প্রস্তাবিত প্রত্যক্ষ কর আইনে অবচয় নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, বিদ্যমান আয়কর অধ্যাদেশেও এই নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ১৯৮৪ সালের আয়কর অধ্যাদেশে অবচয়কে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

দেশের অর্থনীতিতে অন্যতম বৃহৎ অবদান রাখা সত্ত্বেও মোবাইল অপারেটররা কর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বিরূপ আচরণের শিকার হচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে দ্বৈতকর যেমন: বেতারতরঙ্গের সরঞ্জামাদি থেকে কাস্টমস কৃত্রিমভাবে ক্যাবল দ্বিখণ্ডিত করে (যার রয়েছে ৫ শতাংশ কর) এবং রিসেপশন অব ভয়েস-এর জন্য বেজ স্টেশন (বিটিএস/আরবিএস) যন্ত্রপাতি, ছবি ও অন্যান্য ডাটা আদান-প্রদানে ব্যবহৃত সুইচিং ও রাউটিং সরঞ্জামাদি যার মধ্যে রয়েছে প্রয়োজনীয় সব যন্ত্রপাতি যেমন: বিটিএস/আরবিএস কেবিনেট, কেবলস্, অ্যান্টেনা, ব্যাটারি/অ্যাকিউমুলেটর/সেল, ব্যাটারি ক্যাবিনেট, ক্যাবল ল্যাডার, ইন্সটলেশন সরঞ্জামাদি ও

কানেক্টর এবং কানেক্টর ও রিসিভিং সরঞ্জামাদির ওপর ৯১% কর ধার্য করে।

মোবাইল খাতের সুপারিশসমূহ

সিমকার্ডের ওপর ধার্য কর স্বল্প আয়ের গ্রাহকদের মোবাইল সংযোগ গ্রহণের প্রধান অন্তরায়। সিমকার্ড করের ফলে মোবাইল ফোনের মালিকানার খরচ বৃদ্ধি পায় এবং সরকারের সামগ্রিক রাজস্ব আদায় হ্রাস পায়। এটি সকলের জন্য নেতিবাচক, এর ফলে গ্রাহকগণ মোবাইল সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়, স্বল্প গ্রাহক সংখ্যার জন্য সরকারের রাজস্ব আদায় ব্যাহত হয় এবং মোবাইল অপারেটরদের গ্রাহক সংখ্যা ক্রমাগত লুপ্ত হতে থাকে। বাংলাদেশের মোবাইল খাতে পূর্বের গতি ফিরিয়ে আনতে মোবাইল সিম কর বাতিল করা জরুরি এবং এর মাধ্যমে বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনীতির ওপরে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

সিম কর সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের ফলে বিদ্যমান উৎস থেকে আরো উচ্চহারে রাজস্ব অর্জন করে এই শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত হবে ফলে সরকার আরো বেশি রাজস্ব পাবে। পরিশেষে বলা যায় যে, উচ্চ আয়ের ওপর অর্জিত মূসক ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ে বড় অবদান রাখবে।

সিম কর অপসারণ একদিক থেকে সরকারের রাজস্ব হ্রাস করবে ঠিকই কিন্তু অন্য দিক দিয়ে সরকারের আয় বাড়াবে সামগ্রিকভাবে যার প্রভাব হবে খুবই ইতিবাচক। একটি হিসেব অনুযায়ী, সিম কর অপসারণ করলে তিন বছরে সরকারি রাজস্বে অতিরিক্ত ১০ বিলিয়ন টাকা জমা হবে।

হ্যান্ডসেটের ওপর থেকে কর তুলে নেওয়ার জন্য কর কর্তৃপক্ষকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। কম্পিউটারের ওপর থেকে কর তুলে নেবার সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত এটিকে একটি গৃহস্থালি পণ্যে পরিণত করেছে। টেলিযোগাযোগ উন্নয়নের অনুঘটক হিসেবে কাজ করে এবং ফিক্সড নেটওয়ার্কের অনুপস্থিতিতে মোবাইল ব্রডব্যান্ড এর বাহক হিসেবে কাজ করে। সুতরাং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যপূরণে পথ চলার অনন্য এক মাধ্যম হলো মোবাইল টেলিযোগাযোগ।

২০১২-২০১৩ সালের জাতীয় বাজেটে সরকার মোবাইল অপারেটরদের ওপর উচ্চহারে কর আরোপ করেছে, এমনকি সিম-এর ওপর কর অপসারণের বিষয়টিও বিবেচনায় আনেনি। সিম-এর ওপর আরোপিত কর হ্রাস অথবা অপসারণের ফলে সৃষ্ট ঘাটতি স্বল্প এবং দীর্ঘ মেয়াদে ব্যবসায় সম্প্রসারণের মাধ্যমে সহজেই পূরণ করা সম্ভব।

সম্প্রতি আরোপিত কর যেমন– বিলের ওপর অগ্রিম আয়কর (এআইটি) বড় ধরনের জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, অর্থবছর শেষে এআইটি-এর সামঞ্জস্য শিল্পক্ষেত্রের উন্নয়নে ব্যাঘাত ঘটায়, যার ফলশ্রুতিতে বিপুল সংখ্যক মানুষ বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠি এর নেতিবাচক ফল ভোগ করবে।

গ্রামাঞ্চলে সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে টেলিযোগাযোগ সেবা পৌঁছে দেওয়া খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে।

যে মোবাইল টেলিযোগাযোগ বাংলাদেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে আজ তা হতাশামগ্ন। ২০১২-২০১৩ আর্থিক বছরে এ খাতকে কোনও প্রকার সুবিধা দেওয়া কিংবা কর মওকুফ করা হয়নি, যদি এরকমই চলতে থাকে তাহলে মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতকে নিজেদের ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হবে।

দেশের চারটি মোবাইল অপারেটরকে টুজি লাইসেন্স নবায়নকালে কর্তৃপক্ষের পক্ষ হতে ১৫ শতাংশ ভ্যাট প্রত্যাহারের কথা দেওয়া হয়। আইন মন্ত্রণালয়, আইসিটি মন্ত্রণালয় ও বিটিআরসি-এর অংশগ্রহণে অর্থমন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সাথে মোবাইল অপারেটরদের একাধিক সভা এবং পত্র বিনিময় হয়েছে। এটি সত্যিই দুঃখজনক যে, এ বিষয়গুলো এখনও সমাধানের অপেক্ষায়।

মোবাইল অপারেটররা লাইসেন্স ফি-এর সাথে মূসক দিয়েছে এবং বিটিআরসিকে দেওয়া ইনপুট মূসক থেকে ছাড় দাবি করে। যাইহোক, বিটিআরসি মূসক চালান দিতে ব্যর্থ হয়। বিটিআরসি মূসক গ্রহণ করার জন্য অনুমোদিত কেউ নয়। মোবাইল অপারেটরদের মূসক ছাড়ের দাবি এনবিআর প্রত্যাখ্যান করে কারণ অপারেটররা মূসক চালান দিতে ব্যর্থ হয়, যা ছাড়া ছাড় দেওয়া সম্ভব নয়। এর সমাধান করতে হলে ট্রেজারি চালানকে মূসক চালানের বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করতে এনবিআর এসআরও ইস্যু করবে অথবা এনবিআর বিটিআরসিকে ভ্যাট নিবন্ধন করতে এবং মূসক চালান ইস্যু করতে উৎসাহিত করবে অথবা ১৯৯১ সালের ভ্যাট আইন ১৮ (ঙ) থেকে লাইসেন্স, স্পেকট্রাম বরাদ্দ ফি ও রেভিনিউ শেয়ারিং বাতিল করবে।

সরকার কর্তৃক নিলামের মাধ্যমে থ্রিজি লাইসেন্স দেওয়ার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায়, কিন্তু নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে অপারেটরদেরকে প্রচুর পরিমাণ টাকা গুণতে হবে। সেক্ষেত্রে, জুন মাসে আসন্ন নিলামের জন্য বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের ভবিষ্যতে আরও বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে তাদের সন্তুষ্ট করা কঠিন হয়ে পড়বে; যতক্ষণ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ বহু প্রতীক্ষিত ভ্যাট ছাড়ের ব্যাপারে কোন সমাধানে না আসে।

১৯৮৪ সালের আয়কর অধ্যাদেশ অনুযায়ী, প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ব্যয় এর অনুমোদিত সীমা মুনাফার ৮% পর্যন্ত, যেখানে ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের জন্য তাদের মোট আয়ের ওপর ৬% করা হয়। দেশে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য নিয়ন্ত্রকদের মধ্যে সামঞ্জস্যতা থাকা বাঞ্ছনীয়। লাভ ক্ষতি বিবেচনায় না এনে এ খাতের পক্ষ হতে অপারেটরদের সবার জন্য সমান সুযোগ তৈরির জোর সুপারিশ করা হচ্ছে। আমাদের প্রস্তাব বিনিয়োগ বোর্ডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মোট বাৎসরিক আয়ের ৬% পর্যন্ত সংশোধন করা।

মোবাইল এবং আধুনিক টেলিযোগাযোগ সেবার উন্নয়ন বাংলাদেশের অর্থনীতিকে গতিশীল করবে। মোবাইল ফোনের ব্যবহারের সাথে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের যোগসূত্র উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সুপ্রতিষ্ঠিত। মোবাইল ফোনের ব্যবহার ১০% বৃদ্ধিতে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জিডিপি বৃদ্ধির বার্ষিক হার সাধারণত ১.২ পারসেন্টেজ পয়েন্ট পর্যন্ত বৃদ্ধি করে।

অতিরিক্ত করারোপ, নিয়ন্ত্রণ কাঠামো, তীব্র প্রতিযোগিতার কারণে মোবাইল অপারেটররা ক্রমাগত লোকসান দিয়ে যাবে। ৬টি অপারেটরের মধ্যে ৫টি অপারেটরই বছরের পর বছর লোকসান করে যাচ্ছে। এমতাবস্থায়, ব্যবসা সম্প্রসারণে বিনিয়োগ একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এ কারণে অপারেটররা তাদের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে ঋণ ও শেয়ারহোল্ডারদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। শুধুমাত্র একটি অপারেটরই মুনাফা করছে কিন্তু সেই মুনাফার সিংহভাগই ব্যয় হচ্ছে পুনঃবিনিয়োগে এবং একটি ক্ষুদ্র অংশ লভ্যাংশ হিসেবে শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ অনুসারে ব্যবসায় লোকসান ৬ বছর পর্যন্ত দেখানো যায়। কিন্তু উন্নত দেশগুলোতে এর সময়কাল অনেক বেশি, যেমন: জাপানে ৯ বছর, ডেনমার্ক ও ইতালিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য এমনকি পাকিস্তানেও এই সুবিধা ১০ বছর পর্যন্ত বহাল থাকে। বিনিয়োগের পরিমাণ এবং অন্যান্য দেশের উদাহরণ বিবেচনা করে মোবাইল অপারেটররা এই সুবিধা ১০ বছর দেওয়ার জন্য সুপারিশ করছে। এর ফলে বাংলাদেশে আরো বেশি প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হবে।

আমরা বিশ্বাস করি, এই খাতের অবদান বিবেচনা করে সরকার আগামী অর্থবছরে প্রণোদনার ব্যবস্থা করে টেলিযোগাযোগ খাতের সহায়তায় এগিয়ে আসবে।

তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ও সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়ন–

বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস ২০১৩-এর মূল প্রতিপাদ্য

জনস্বাস্থ্য ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সড়ক নিরাপত্তা এক বৈশ্বিক উদ্বেগের বিষয়। বিশ্বে প্রতি বছর ১৩ লক্ষ মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায় এবং প্রধানত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ২ থেকে ৫ কোটি মানুষ সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়। ফলে সরকার ও ব্যক্তিগত খরচের হিসেবে বিশ্ব অর্থনীতি আনুমানিক ৫১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতির সম্মুখীন হয়। বাংলাদেশে প্রতি বছর ৪,০০০ থেকে ১২,০০০ মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায় যা বিশ্বে সর্বোচ্চ। পশ্চিমা দেশগুলোর তুলনায় এই প্রাণহানির সংখ্যা প্রায় ৫০ গুণ বেশি।

আধুনিক টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এই দুর্ঘটনা অনেকাংশেই রোধ করা সম্ভব। অভিনব সব মোবাইল প্রযুক্তি এসব দুর্ঘটনা হ্রাস ও জীবন বাঁচাতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম। এ প্রেক্ষিতে, টেলিযোগাযোগের ওপর জাতিসংঘের বিশেষ অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ) এবারের বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস পালনের জন্য ‘তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ও সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়ন’-কে মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে নির্বাচন করেছে, যে দিবসটি প্রতিবছর ১৭ মে বিশ্বজুড়ে পালিত হয়ে আসছে। বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবসের লক্ষ্য হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মানুষের জন্য কী সম্ভাবনা বয়ে নিয়ে আসতে পারে সে সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের সকল সদস্যদেশগুলোতে তুলে ধরা।

অধিকাংশ সড়ক দুর্ঘটনার কারণ গাড়ি চালনাকালীন চালকের মোবাইল ফোনে কথা বলা কিংবা এসএমএস করা। এ বছরের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি এর ওপর জোর দেয় যে, প্রযুক্তি ব্যবহারকারী ব্যক্তি গাড়ি চালানোর সময় প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য কোনোভাবে বিভ্রান্ত হতে পারবেন না, তা সে মোবাইলে কথা বলা কিংবা ক্ষুদে বার্তা পাঠানো অথবা ইন্টারনেট ব্যবহার যা-ই করেন না কেন। আর এই সাধারণ অথচ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অনুসরণ করলে সড়ক দুর্ঘটনার হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে। কিন্তু এ সম্পর্কে বাংলাদেশের অধিকাংশ গাড়িচালক যথেষ্ট সচেতন নয়, আর যারাও বা জানে তারাও বিষয়টিকে গুরুত্বের মধ্যে নেয় না। বাংলাদেশের গাড়িচালকদের একটি বড় অংশ প্রায় অশিক্ষিত এবং তারা গাড়ি চালনাকালীন মোবাইল ব্যবহারের ঝুঁকি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়। এদেরকে মোবাইলের নিরাপদ ব্যবহার সম্পর্কে অবগত করার এটাই উপযুক্ত সময়। উপরন্তু, গাড়ির জন্য নিরাপদ ও হাত ব্যবহার করতে হয় না এমন প্রযুক্তির ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে হবে।

যানবাহনের জন্য নিরাপদ প্রযুক্তিও সড়কের নিরপত্তা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আইটিইউ ইন্টেলিজেন্ট ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমস্ ও চালকের নিরাপত্তার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বাধুনিক মানদণ্ড নির্ধারণে বিশ্বব্যাপী নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে, যা কম্পিউটার, যোগাযোগ প্রযুক্তি, অবস্থান নির্ণয় ও স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তিসহ সংঘর্ষ এড়াতে ইন-কার রাডারস্-এর সমন্বয়ে তৈরি। এ ব্যবস্থা শুধুমাত্র সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধেই সাহায্য করবে না ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধিতেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সমর্থ হবে। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের এই ধারার সাথে বাংলাদেশকেও তাল মিলিয়ে চলতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সরকারি সংস্থাগুলোতে নতুন প্রযুক্তির সুবিধা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। উন্নত দেশগুলো ইন্টেলিজেন্ট ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমস্ ব্যবহার ও উদ্ভাবন করে যাচ্ছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ২০১৫ সাল থেকে সকল নতুন মডেলের গাড়ি ও হালকা যানবাহনে ই-কল স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছে। গুরুতর দুর্ঘটনায় একটি ই-কল সংযুক্ত গাড়ি স্বয়ংক্রিয়ভাবে জরুরি কল করে জরুরি ভিত্তিতে সাড়া দেওয়ার সময়কাল কমাবে। উন্নত দেশগুলোর মতো বাংলাদেশের অধিবাসীরাও যাতে জরুরি অবস্থায় মোবাইল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে এ জাতীয় সুবিধা গ্রহণ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

আইটিইউ ইন্টেলিজেন্ট ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমস্ ও চালকের নিরাপত্তার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বাধুনিক মানদণ্ড নির্ধারণে বিশ্বব্যাপী নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে, যা কম্পিউটার, যোগাযোগ প্রযুক্তি, অবস্থান নির্ণয় ও স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তিসহ সংঘর্ষ এড়াতে ইন-কার রাডারস্-এর সমন্বয়ে তৈরি।

ডঃ হামাদুন আই. ট্যুরে
মহাসচিব, আইটিইউ

নিরাপদ সড়ক সকল মানুষের জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। সুতরাং, সাধারণ জনগণ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সকলকেই বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস ২০১৩-এর মূল প্রতিপাদ্য সম্পর্কে সচেতন ও সংবেদনশীল হতে হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সরকারি সংস্থা ও সুশীল সমাজের সংগঠনগুলোকে মোবাইল প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহারের মাধ্যমে সড়কের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশে বেশকিছু প্রতিষ্ঠান সরাসরিভাবে সম্পৃক্ত আছে, যেমন– যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সড়ক যোগাযোগ কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), রোডস্ অ্যান্ড হাইওয়েজ ডিপার্টমেন্ট (আরএইচডি), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) ও ন্যাশনাল হাইওয়ে প্যাট্রোল। সড়কের নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও নিশ্চিত করার জন্য এদের বিস্তারিত কর্মসূচি রয়েছে। তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ও নিরাপদ প্রযুক্তি ব্যবহারের অনুশীলনকে তাদের কর্মসূচিতে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ‘জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কৌশলগত কর্ম পরিকল্পনা ২০১১-২০১৩’ কার্যকর করছে বিআরটিএ। নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে এই পরিকল্পনা ও পরবর্তী পরিকল্পনাসমূহে টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের বিষয়টি প্রাধান্য দিয়ে বিধান প্রণয়ন করতে হবে।

সিটিসেলঃ ছড়ায় আশার আলো

দেশে মাদকাসক্তির হার দিন দিন উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের বড় একটি অংশ প্রতিদিন মাদক গ্রহণ করছে। আশংকাজনক হারে দিন দিন বেড়েই চলছে মাদকের ব্যবহার।

অগ্রণী সেলুলার মোবাইল ফোন প্রতিষ্ঠান সিটিসেল সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে নানা ধরনের উন্নয়নমূলক কাজের সাথে যুক্ত হয়। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো সোসাইটি ফর কমিউনিটি-হেলথ রিহ্যাবিলিটেশন এডুকেশন অ্যাওয়ারনেস (ক্রিয়া)-এর সাথে তাদের যুক্ত হওয়া। ক্রিয়া একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, যারা মাদকাসক্তদের স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। ২০১০ সালের জুলাই মাস থেকে সিটিসেল এবং ক্রিয়া একসাথে কাজ করে যাচ্ছে।

ব্যাপক আকারে মাদকাসক্তি ছড়িয়ে পড়েছে শহর থেকে মফস্বল অঞ্চলগুলোতে এবং বিশেষ করে যুব সমাজ এতে বেশি ঝুঁকে পড়ছে। মাদকাসক্তি তাদের অপরাধ ও অসামাজিক কার্যকলাপের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সিটিসেল ক্রিয়া-এর সাথে যুক্ত হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। ক্রিয়া মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনে সাহায্য করে এবং তাদের অন্য সবার মতো স্বাভাবিক জীবনযাপনের পথনির্দেশনা দেয়। সিটিসেল ক্রিয়ার সহায়তার জন্য মাসিক ভিত্তিতে পুরনো খবরের কাগজ প্রদান করে, যা দিয়ে পুনর্বাসনকেন্দ্রে মাদকাসক্তরা হাজার হাজার ব্যাগ তৈরি করে। তারা পুনরায় যেন তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এই প্রকল্প শুরু হয়। তাদের তৈরি করা ব্যাগ ক্রিয়া মুদি দোকানসহ বিভিন্ন ছোট বড় দোকোনে বিক্রি করে এবং মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনে সেই টাকা ব্যয় হয়। সিটিসেল শুধুমাত্র সামাজিক সচেতনতাই তৈরি করছে তা না বরং পাশাপাশি পরিবেশ সচেতনতামূলক কাজে নিজেদের নিযুক্ত করেছে। পরিত্যক্ত খবরের কাগজের পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা পরিবেশের ওপর ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করছি, যা নিউজপ্রিন্ট উৎপাদন কমিয়ে বৃক্ষ নিধন বন্ধ করতে সক্ষম হবে।

সিটিসেলের পৃষ্ঠপোষকতায় "ক্রিয়া" এর অনুষ্ঠান।

সিটিসেলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মেহবুব চৌধুরী বর্তমান সামাজিক বিষয়াদির ওপর তার মূল্যবান মতামত প্রকাশ করে বলেছেন-"বেঁচে থাকার জন্য পৃথিবী একটি সুন্দরতম জায়গা হতে পারে, যদি আমরা একে অপরের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে জাতির উন্নয়নে কাজ করতে পারি। আর দেরি না করে, আসুন সবাই মিলে একসাথে যুব সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করি। ভুলে গেলে চলবে না তরুণরাই আমাদের ভবিষ্যৎ, আর একটি সুন্দর বাংলাদেশ গঠনের জন্য আমাদের কাঁধে অনেক বড় দায়িত্ব আছে।"

জিয়াদ শাতারা
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস্ লিমিটেড

banglalink

> গ্রাহকের সর্বোত্তম চাহিদাকে বোঝার চেষ্টা, নির্ভরযোগ্যতা প্রদান এবং সাশ্রয়ী মূল্যের যোগাযোগ সমাধান যা মানুষের জীবনমান পরিবর্তন করে, এমনসব লক্ষ্যকে সামনে রেখেই বাংলালিংক তার যাত্রা অব্যাহত রাখবে।

বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস্ লিমিটেড-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জিয়াদ শাতারা বাংলাদেশের মোবাইল টেলিযোগাযোগ সম্পর্কে তার মূল্যবান মতামত "ConneXion"-এ প্রকাশ করেছেন।

বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য মোবাইল ইকো সিস্টেমের অবদান কী?

বাংলাদেশের মানুষের জন্য মোবাইল সংযোগ নিশ্চিত করেছে টেলিযোগাযোগ শিল্পখাত, যার ফলশ্রুতিতে ক্রমাগত বিকশিত হচ্ছে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা। অন্য যেকোন দেশের তুলনায় বাংলাদেশের মানুষ মোবাইল সংযোগের পাশাপাশি সর্বশেষ প্রযুক্তি ব্যবহারে উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। অন্যান্য শিল্পখাতের তুলনায় বাংলাদেশের মোবাইল শিল্পখাত বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর সাথে সমানতালে গ্রাহকদের জন্য সর্বাধুনিক প্রযুক্তি নিশ্চিত করছে। এটা সত্যিকার অর্থেই অর্থনৈতিক কার্যক্রমে এনে দিয়েছে নাটকীয় গতিশীলতা এবং কোটি মানুষের জীবনযাত্রাকে করেছে সহজতর। মোবাইল অপারেটরদের মাধ্যমে আসা বিপুল পরিমাণ প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সঞ্চার করেছে অনন্য গতিময়তা। এছাড়াও, নেটওয়ার্কে অপারেটরদের ক্রমাগত বিনিয়োগ শুধুমাত্র সেবার সহজলভ্যতা ও মানোন্নয়নেই ভূমিকা রাখেনি অর্থনৈতিক কার্যক্রম বৃদ্ধিতেও ব্যাপক সাহায্য করছে। এই শিল্পখাত যত উর্ধ্বমুখী হবে সরকারও তত লাভবান হবে। মোবাইল শিল্পখাত সরকারি রাজস্বে সরাসরি অবদান রাখছে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর মিলিয়ে বাংলাদেশের যেকোন শিল্পখাতের তুলনায় এ অবদান সর্বাধিক।

বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ বাজার ও এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী?

গত দশকে বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ বাজার প্রতি বছরে ব্যাপক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। ১০ বছর আগের তুলনায় এর বাজার বর্তমানে ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে। ২০০৫ সালে বাংলালিংক বাজারে আসার পর রাতারাতি টেলিযোগাযোগ বাজারের অবস্থা বদলে যায়, সকল স্তরের মানুষের জন্য নেটওয়ার্ক বিস্তার ও নিত্যনতুন পণ্য বাজারে আনতে থাকি আমরা। দেশের দ্রুততম বর্ধনশীল মোবাইল অপারেটর হওয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে আমাদের, আর সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশের প্রতিটি প্রান্তে নেটওয়ার্ক কাভারেজ নিশ্চিত করি। যাত্রা শুরুর পর থেকেই বাংলালিংক অভিনবত্ব, উৎসাহ, আস্থা ও সহজবোধ্যতাকে গুরুত্ব দিয়ে আসছে।

বেশিরভাগ মানুষের কাছে মোবাইল সেবা পৌঁছে যাওয়ার কারণে নতুন সংযোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মোবাইল বাজারে গ্রাহক বৃদ্ধি কিছুটা গতি হারাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। গত দশকে গ্রাহকবৃদ্ধির যে ব্যাপক হার আমরা লক্ষ্য করেছি আগামী দিনগুলোতে তা কমে আসবে। বাজার বৃদ্ধির সম্ভাবনা এখন অন্য ক্ষেত্রগুলোতে বিরাজ করছে যেমন: মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) ও ডাটা সার্ভিস-এর নাম উল্লেখ করা যায়। মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের অনেক ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম হিসেবে বাংলালিংক বেশকিছু অভিনব সেবা বাজারে নিয়ে এসেছে যেমন: মোবাইল রেমিটেন্স, মোবাইল মানি অর্ডার ও মোবাইল বিল পেমেন্ট। বাংলাদেশে ইন্টারনেটের ব্যবহার এখনো খুব একটা বেশি নয়, তাই আগামীতে এ ক্ষেত্রটিতে ডাটা সার্ভিসের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। এ সময়ের মধ্যে নতুন নতুন প্রযুক্তি যেমন– থ্রিজি, ফোরজি ও এলটিই-এর প্রবর্তন ও বাস্তবায়নও দেখতে পাবো আমরা। মোবাইল শিল্পখাতের রয়েছে বিস্তৃততম নেটওয়ার্ক যা ছড়িয়ে আছে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলজুড়ে, আর এটা একটা সুযোগ যা অন্যান্য সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই বিস্তৃত সংযোগ বাংলাদেশ সরকারের "ডিজিটাল বাংলাদেশ" রূপকল্প বাস্তবায়নের এক অনন্য অংশীদার হওয়ার এবং দেশের সবচেয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছবারও সুযোগ এনে দিয়েছে। প্রতিনিয়ত বাড়তে থাকা প্রতিযোগিতার ফলে অপারেটরদের খরচের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে লাভের পরিমাণ কমে যেতে পারে। কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক মানদণ্ডে পৌঁছতে লাভ ও খরচের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য রক্ষা করাটাই হবে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

> *মোবাইল খাতের বিস্তৃততম নেটওয়ার্ক বাংলাদেশের মানুষের অন্তরে গভীরভাবে জায়গা করে নিয়েছে, আর তাই যেকোন সেবার সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে মানুষের এই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিটি দারুণভাবে কাজে লাগানো যায়। এছাড়াও, 'ডিজিটাল বাংলাদেশ"-এর রূপকল্প বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে এই বিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মোবাইল অপারেটররা সরকারের অন্যতম সহযোগী হতে পারেন এবং সবচেয়ে দূরবর্তী বা প্রত্যন্ত অঞ্চলেও সহজেই পৌঁছাতে সক্ষম হবেন।*

মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের মূল সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জগুলো কি কি?

মোবাইল শিল্পখাত সাধারণ সেবা প্রদানকারী থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে পরিপূর্ণ যোগাযোগ সমাধান প্রদানকারী শিল্পখাতে পরিণত হয়েছে। গ্রাহকদের চাহিদাগুলোও সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে। এখন তাদের চাহিদা আরো ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস ও ডাটা সার্ভিস। থ্রিজি সেবা চালু হলে আমরা আরো বিশেষকিছু সেবা দেখতে পাবো যা উচ্চগতির ইন্টারনেটের ওপর নির্ভরশীল। ভয়েস সার্ভিস তারপরও এদেশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেবা হিসেবে থাকবে এবং এখানে আমরা আমাদের বিনিয়োগ অব্যাহত রাখব, যাতে গ্রাহকদের জন্য সেরা সেবা নিশ্চিত করতে পারি। গ্রাহকদের জন্য সেরা সেবা

নিশ্চিতকরণ আমাদের সম্ভাবনার মূলকথা, আর আমাদের মূল্যবান গ্রাহক অর্জন ও ধরে রাখার ক্ষেত্রে এই ধারা অব্যাহত থাকবে।

এ খাতের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ রাজস্ব কর। যদিও টেলিযোগাযোগ খাত সরকারি রাজস্বে সবচেয়ে বেশি কর দিয়ে থাকে, তথাপি প্রতিটি পর্যায়ে এ খাত করভারে জর্জরিত, এ শিল্পখাত থেকে অর্জিত আয়ের ৫০ শতাংশই দিতে হয় সরকারকে। এরপর অন্যান্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রের উন্নয়নে বিনিয়োগের জন্য সামান্যই টাকা থাকে আমাদের হাতে। আমরা সবাই জানি যে, আগামীতে যারা নতুন গ্রাহক হবে তাদের অধিকাংশেরই বাস গ্রামাঞ্চলে। তাদের কাছে সেবা পৌঁছে দিতে এই উচ্চ হারের কর অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। এরপরও নিম্ন আয় ও দীর্ঘ পেব্যাকের কারণে ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া এ শিল্পখাত বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে মূলধনী ব্যয় সযত্নে অব্যাহত রেখেছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে গ্রামাঞ্চলের বিদ্যুৎ সঙ্কট, যার কারণে স্ট্যান্ডবাই জেনারেটরের সাহায্যে অপারেশন অব্যাহত রাখতে হয়, এমনকি মাঝে মাঝে তা কয়েকদিনের জন্য! আর এর ফলে ব্যয়ের পরিমাণও আরো বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য বিষয়ের সাথে আমরা এটাও বিশ্বাস করি যে, সিম কর মওকুফ নতুন সংযোগ, থ্রিজি ও উচ্চগতির মোবাইল ব্রডব্যান্ড-এর গ্রাহক বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। এর ফলে আমাদের ডিজিটাল বিভক্তি কমে আসবে এবং দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি আরো গতিশীল হবে। সিম কর তুলে নেওয়ার ফলে বৃদ্ধি পাওয়া গ্রাহক মূল্য সংযোজন কর ও অন্যান্য পরোক্ষ করের মাধ্যমে সরকারের রাজস্বে দীর্ঘমেয়াদী অবদান রাখতে পারবে। সিম কর বাবদ বেঁচে যাওয়া অর্থ নেটওয়ার্ক ও অন্যান্য সেবার উন্নয়নে ব্যয় করা যেতে পারে।

২০১৩ থেকে ২০১৫-তে আপনার পরিকল্পনা কী?

গ্রাহক চাহিদাকে সর্বোত্তমভাবে উপলব্ধি, নির্ভরযোগ্য ও সাশ্রয়ী যোগাযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার মাধ্যমে কোটি মানুষের দিন বদলের চেষ্টায় বাংলালিংকের যাত্রা অব্যাহত থাকবে। "দিন বদলের চেষ্টায়" এই মূল কথাটিকে ধারণ করে বৈচিত্র্যমুখী ও ভবিষ্যৎমুখী সব সেবা দিয়ে বাংলালিংক-কে একটি মানবমুখী অভিনব ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছি আমরা। দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সাথে একাত্ম হয়ে একটি দেশপ্রেমিক ব্র্যান্ড হিসেবে আমরা এগিয়ে যাব। ২০১৩ এবং আগামীতেও গ্রাহকই থাকবেন আমাদের মূল লক্ষ্য। গ্রাহক সেবার সবগুলো কেন্দ্রে এই আদর্শ প্রতিফলিত হলে বাংলাদেশের সেরা টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী হিসেবে নিজেদেরকে ধরে নেবো আমরা। উপরন্তু, গ্রাহকদেরকে আরো আন্তরিকতার সাথে বুঝতে চেষ্টা করব আমরা, আর এতে করে তাদের প্রয়োজনগুলো আরো ভালোভাবে বুঝতে পারব এবং সে অনুযায়ী তাদের জন্য সেরা সেবা নিশ্চিত করতে পারব। বাংলালিংক এ দেশের ২য় বৃহত্তম মোবাইল ফোন অপারেটর এবং গ্রাহকরা উপভোগ করতে থাকবে আমাদের অভিনবত্ব আর সেরা সেবাগুলো। সর্বাধুনিক প্রযুক্তির নেটওয়ার্ক, দক্ষ ও আন্তরিক গ্রাহক সেবা, মানসম্মত পণ্য এবং অভিনব ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিসেস, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ও অন্যান্য সেবাগুলোর মধ্য দিয়েই প্রদর্শিত হবে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব।

আপনি কি মনে করেন যে, ডিজিটাল বাংলাদেশ লক্ষ্যপূরণের জন্য একটি টেলিযোগাযোগ রোড ম্যাপ/দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা আছে?

অপারেটরদের ব্যবসায়িক পরিকল্পনা অনুযায়ী বিনিয়োগ করতে একটি সঙ্গতিপূর্ণ দীর্ঘমেয়াদী নীতিমালা থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। টেলিযোগাযোগ শিল্পখাতে যেহেতু দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ করতে হয় তাই অপারেটররা লাভজনক অবস্থায় পৌঁছানোর আগেই নীতিমালা একই রকম থাকাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা অপারেটরদের একটি শক্তিশালী নগদ অর্থ প্রবাহে সাহায্য করবে এবং তারা ভবিষ্যৎ প্রকল্পে বিনিয়োগের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারবে।

"ডিজিটাল বাংলাদেশ" লক্ষ্যপূরণের পথে দেশকে পরিচালনা করছে বাংলাদেশ সরকার। দেশজুড়ে বিস্তৃত মোবাইল নেটওয়ার্ক এ পথের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক, আর গন্তব্যে পৌঁছতে হলে টেলিযোগাযোগ খাতকে ব্যবহার করেই পৌঁছতে হবে। বাংলাদেশ বর্তমানে বৈশ্বিক সফটওয়্যার রপ্তানির অভিনব ও সম্ভাবনাময় জগতে নিজেকে তুলে ধরছে। সফটওয়্যার উন্নয়নে ব্যয় বৃদ্ধির ফলে দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে ধীরে ধীরে প্রতিযোগিতার শক্তি কমে আসছে, তাই ক্রেতারা সফটওয়্যার আমদানির ক্ষেত্রে অন্য দেশকে প্রাধান্য দিচ্ছে। বর্তমানে সফটওয়্যার রপ্তানিকারকদের অধিকাংশই ফ্রিল্যান্সার যারা সফটওয়্যার ও অ্যাপস্ তৈরি করে এবং বিশ্ববাজারে জনপ্রিয় অ্যাপ স্টোরস্ ও অ্যান্ড্রয়েড মার্কেটস-এর মতো বাজারের মাধ্যমে বিক্রয় করে। এখন তাদের জ্ঞান আর বাস্তবায়নের মধ্যকার একমাত্র সেতু হলো দ্রুতগতির, নির্ভরযোগ্য ও বিস্তৃত ইন্টারনেট সংযোগ। টেলিযোগাযোগ রোড ম্যাপ/দীর্ঘমেয়াদী নীতিমালা থাকলে অপারেটররা সহজেই থ্রিজি'র মতো প্রযুক্তি চালু ও এই গুরুত্বপূর্ণ সংযোগের বিষয়ে সরকারকে সহযোগিতা করতে পারে। সফটওয়্যার রপ্তানির বাজার বস্তুত সীমাহীন এবং গার্মেন্টস শিল্পের মতোই বাংলাদেশের জন্য প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের আরো একটি ব্যাপক সম্ভাবনাময় খাত হতে পারে। আমার বিশ্বাস, এ ধরনের নীতিমালা অপারেটরদেরকে দীর্ঘমেয়াদী ও দূরদর্শী পরিকল্পনা করার জন্য ব্যাপক সুযোগ এনে দেবে।

বাংলালিংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব জিয়াদ শাতারা শারীরিক প্রতিবন্ধী তরুণ/তরুণীদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহৃত ল্যাপটপ প্রদান করছেন।

গবেষণায় দেখা যায় যে, মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীরা দৈনিক গড়ে ১২ মিনিট ফোনালাপ করে থাকে। তারা বেশির ভাগ সময় গেমস খেলায় ১৪ মিনিট, গান শোনায় ১৬ মিনিট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ১৭ মিনিট এবং ইন্টারনেট ব্রাউজিং-এ ২৫ মিনিট ব্যয় করে।

২০১৪ সালের মধ্যে মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহার ডেস্কটপ ইন্টারনেট ব্যবহারকে ছাড়িয়ে যাবে। বর্তমানে ৫০ শতাংশের বেশি লোকাল সার্চ মোবাইল ফোন থেকে সম্পন্ন হয়।

প্রতিদিন প্রতিমিনিটে এক হাজারেরও বেশি মোবাইল ফোন সক্রিয় করা হয়।

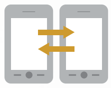

ফোনালাপ বা ক্ষুদে বার্তা নয় মুঠো ফোন সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় সময় দেখার জন্যে।

২০১২ সালে বিশ্বে ১.৭ বিলিয়ন মোবাইল ফোন বিক্রি হয়েছে।

ছবিতে এমটব-এর কার্যক্রম

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠকের পর এমটবের চেয়ারম্যান এবং রবির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মাইকেল ক্যুনার, রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. গোলাম হোসেন এর হাতে মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের বাজেট প্রস্তাবনা তুলে দেন। এসময় এমটবের সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান নির্বাহী, প্রধান কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স কর্মকর্তা এবং প্রধান অর্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এমটবের মাসিক নিউজলেটার "ConneXion" এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত মাননীয় ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, এমপি; মাননীয় তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, এমপি; বিটিআরসি চেয়ারম্যান সুনীল কান্তি বোস; তথ্যসচিব মোঃ নজরুল ইসলাম খান এবং এমটব কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ।

মাননীয় ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, এমপি এমটবের মাসিক নিউজলেটার "ConneXion" এবং ওয়েবসাইট-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তাঁর বক্তব্য পেশ করছেন।

জানেন কি?

সরকারের **প্রতি ১০০ টাকা** আয়ের **১০ টাকা আসে মোবাইল ফোন অপারেটরদের থেকে।**

বাংলাদেশে মোবাইল খাত **৫০,০০০ কোটির** অধিক টাকা বিনিয়োগ করেছে।

গ্রাহকের **প্রতি ১০০ টাকা** ব্যয়ের **৫২ টাকা যায়** সরাসরি সরকারের কোষাগারে।

মোবাইল খাত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের **১৫ লক্ষের অধিক লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি** করেছে।

প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের **প্রতি ১০০ মার্কিন ডলারের** মধ্যে **৬০ মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করে মোবাইল অপারেটররা।**

এমটব সদস্যদের কার্যক্রম

AMTOB
Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh
ল্যান্ডভিউ (১৩ তলা) ২৮, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ।
info@amtob.org.bd, www.amtob.org.bd

© এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস্ অব বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

সম্পাদক: টি, আই, এম, নূরুল কবীর, সেক্রেটারি জেনারেল, এমটব। মাসিক নিউজলেটার "ConneXion" এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস্ অব বাংলাদেশ (এমটব) এর পক্ষ থেকে প্রকাশিত। ল্যান্ডভিউ (১৩ তলা) ২৮, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ।
ফোন: +৮৮ ০২ ৯৮৫৩৩৪৪, ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৯৮৫৩১২১, ই-মেইল: connexion@amtob.org.bd

ডিজাইন এবং প্রোডাকশন: বেঞ্চমার্ক পি আর | www.benchmarkpr.com.bd